"বাইরের চাপে বর্তমান সরকার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না"

ইনকিলাব ঃ পবিত্র ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম উপলক্ষে গতকাল ২৮শে এপ্রিল বিভিন্ন সংগঠন, মসজিদ এবং দরবার ও মাযারে পৃথক পৃথক আলোচনা মিলাদ ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

শাহজাহানপুর গাউসুল আ'যম জামে মসজিদে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াজ করেন মাওলানা সেকান্দর হোসাইন আলকাদেরী ও মাওলানা আবুল খায়ের হাবীবুল্লাহ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মসজিদের খতীব পীরে তরিকত এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল বলেন- শরিয়ত ও তরিকত চর্চার মাধ্যমেই প্রকৃত মর্দে মুমেন হওয়া যায়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। তিনি জীবনের প্রথম ২৫ বছর একই সাথে শরিয়ত ও তরিকত শিক্ষা করেছেন পীর আবু সায়ীদ মাখজুমী (রহঃ) -এর নিকট। তারপর ২৫ বৎসর গভীর জঙ্গলে ও জনমানবহীন গহীন বনে। বাকী ৪০ বৎসর শরিয়ত ও তরিকত শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়- তাঁকে মুনাজারা এবং মোকাবেলা করতে হয়েছিল বিভিন্ন বাতিল ফির্কার বিরুদ্ধে- বিশেষ করে মোতাজেলা ফের্কা ও শিয়া ফের্কার বিরুদ্ধে।

তিনি ঈমান- আক্বিদা ও আমল এবং আত্মশুদ্ধির উপর অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। নবীপ্রেমে তিনি ছিলেন উজ্জীবিত। আল্লাহ ও রাছুলের সাথে অনাবিল প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি ঐশীশক্তি ও অসংখ্য কারামতের অধিকারী হয়েছিলেন- যার সংখ্যা গননা করা সম্ভব নয়। এখনও তাঁর নামের কারামাত জারী রয়েছে। তাঁর নামের সাথে বিজড়িত মসজিদ বা স্থানের গুণাগুন আমরা প্রত্যক্ষ করছি অহরহ। আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের আনুগত্য করে তিনি মৃতকে জীবিত করার অধিকারী হয়েছিলেন।

হাফেয এম এ জলিল বলেন- হযরত গাউসে পাক (রাঃ) শাসকদেরকে শাসন করতেন, সু-পরামর্শ দিতেন এবং জুলুম ও অত্যাচার থেকে তাদেরকে বারণ করতেন। তিনি ছিলেন জ্বীন ইনসানের ফরিয়াদ শ্রবণকারী। হাফেয জলিল বলেন- বাংলাদেশে সরকারীভাবে ফাতেহা ইয়াজদাহাম পালন করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও একশ্রেণীর ধর্মীয় ধ্বজাধারীরা গাউস কুতুব পীর দরবেশ মানে না- বরং তাঁদের মাযারকে বুলডোজার দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার হুমকী দিয়ে চলছে। এরা ধর্মের শ্লোগান ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে দেশে জঙ্গীবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে- যার খেসারত দিতে হয়েছে বিএনপিকে। বর্তমান সরকার কি বাইরের চাপে এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছেনা? এতে সরকারের ভাবমূর্তি দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। -(ইনকিলাব ২৯শে এপ্রিল'০৭)